চুয়াডাঙ্গায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী আজ।
১৯৮১ সালের এই দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সৈনিকের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেই থেকেই তার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি দিবসটিকে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী হিসেবে পালন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করা হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আজ সকাল ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজধারন কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক এড ওয়াহেদুজ্জামান বুলা নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য শহিদুল ইসলাম রতন,আবু জাফর মন্টু,রেজাউল করিম মুকুট,বিএনপি নেতা এড মঈনুল ও আক্তারুজ্জামান জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-সম্পাদক মুনজুরুল জাহিদ, জেলা যুব দলের সহ সভাপতি রবিউল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি শেখ শাহবাজ সুজন,সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,যুগ্ন-সম্পাদক সাজিদ হাসান মালিক সজিব,যুগ্ন-সম্পাদক ইখলাস মুন রায়হান, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক রানা হামিদ,শ্রমিক দলের নেতা আব্দুর রাজ্জাক।

গাংনীতে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপি সভাপতি রেজাউল হক ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভার পর জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দো’আ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিভিন্ন কর্মসূচী পালন

মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪০তম শাহাদত বার্ষিকীতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

উপস্থতি ছলিনে জলো বিএনপির সাংগঠনকি সম্পাদক আব্দুর রশদি, সদর উপজলো বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,সাংগঠনকি সম্পাদক শাহাবুদ্দনি মোল্লা, জলো যুবদলরে সভাপতি জাহদিুল হক জাহদি, জলো স্বচ্ছোসবেক দলরে সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসনে মন্টিু প্রমুখ।

অনুমতি মিললে খালেদা জিয়াকে আজই বিদেশ নেওয়া হতে পারে

করোনা আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিতে চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে আবেদন করেছেন তার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার। আবেদনপত্রটি পর্যালোচনার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুমতি মিললে আজকের মধ্যেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশ নেওয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশে লন্ডন রওনা করবেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

বিএনপি চেয়ারপারসন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বৃহস্পতিবার যেকোনো সময় তাকে চার্টার্ড বিমানে করে সিঙ্গাপুর হয়ে লন্ডন নেওয়া হবে। সঙ্গে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদল এবং পরিবারের সদস্যরাও থাকবেন।

তবে বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান এ বিষয়ে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানাতে পারেননি।

এর আগে বুধবার রাতে খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিয়ে যেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন তার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার।

রাত সাড়ে ৮টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধানমণ্ডির বাসায় আবেদনটি নিয়ে যান তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, রাত সাড়ে ৮টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের ছোট ভাই একটি আবেদন দিয়েছেন। সেটা আমি গ্রহণ করেছি। আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। তারা বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের যে নির্দেশনা দেবে সে অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

তিনি আরও বলেন, তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার প্রয়োজন হলে বিষয়টি আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখব। এদিকে মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, লিখিত আবেদনটি পাওয়ার পরপরই মতামতের জন্য রাতেই তা আইন সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গত ১১ এপ্রিল খালেদা জিয়ার করোনা শনাক্ত হয়। এরপর থেকে গুলশানের বাসা ‘ফিরোজায়’ তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এফএম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু হয়। করোনা আক্রান্তের ১৪ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর খালেদা জিয়ার করোনা টেস্ট করা হলে ফলাফল আবারও পজিটিভ আসে। এরপর কিছু পরীক্ষার জন্য তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রথম দফায় পরীক্ষা করে বাসায় ফেরার পর দ্বিতীয় দফায় ২৭ এপ্রিল তাকে ফের হাসপাতালে নেওয়া হয়। সোমবার ভোরের দিকে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় খালেদা জিয়াকে সিসিইউতে (করোনারি কেয়ার ইউনিট) স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন।

এদিকে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের করোনার কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তার ফুসফুস থেকে তরল জাতীয় পদার্থ (ফ্লুইড) অপসারণ করা হয়েছে। তার ডায়াবেটিস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। এর মাত্রা ওঠানামা করছে। এছাড়া অক্সিজেনের মাত্রাও কিছুটা কমেছে।

এমন পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার জোর আলোচনা শুরু হয়। খালেদা জিয়ার ভাই শামীম এস্কান্দার ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে টেলিফোনে খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার বিষয়ে আলাপ করেন।

এভারকেয়ার হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শাহবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড সর্বশেষ বুধবার

সন্ধ্যা ৭টায় অবস্থা পর্যালোচনা করে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার সুপারিশ করেন। সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে দলের চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন।

একটি সূত্র জানায়, বিদেশ নেওয়ার অনুমতি পেতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করেন খালেদা জিয়ার পরিবার। সরকারের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর বুধবার রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জমা দেন।

সরকারের নির্বাহী আদেশে গত বছর ২৫ মার্চ মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর তার মুক্তির মেয়াদ দুই দফা বাড়ানো হয়েছে। যে নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল সরকার তাতে শর্ত ছিল তিনি বিদেশে যেতে বা বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবেন না। এখন তাকে বিদেশ যেতে হলে সরকারের নির্বাহী আদেশের শর্ত শিথিল করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সরকার সেই শর্তটি শিথিল করলে খালেদা জিয়ার বিদেশে যেতে আইনগত কোনো বাধা থাকে না। এটা নির্ভর করছে একেবারেই সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর।

এর আগে গত বছর মার্চে বিদেশে চিকিৎসার জন্য মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিল খালেদা জিয়ার পরিবার।

এদিকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠা কম বয়সিদের ক্ষেত্রে এই জটিলতাগুলো তেমন কিছু নয়। যেহেতু খালেদা জিয়ার বয়স ৭৬, তাই জটিলতাগুলো দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছেন তারা। কিছু নতুন ওষুধও দেওয়া হচ্ছে। বিএনপির চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে পরিবার ও দলকে জানানো হয়েছে। আপাতত হাসপাতালে রেখেই তাকে চিকিৎসা দেওয়া হবে। খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য তাকে এনজিওপ্লাস্টি করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ওই চিকিৎসক আরও বলেন, এখন পর্যন্ত শারীরিক যে অবস্থা, তাতে আমরা আশা করছি, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেরে ওঠার পর এ ধরনের কিছু জটিলতায় ভোগেন। তবে খালেদা জিয়ার বয়স হয়েছে। এ কারণে চিকিৎসকেরা বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

ফুসফুস থেকে যে তিন ব্যাগ ফ্লুইড বের করা হয়েছে, তা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে অন্য কোনো রোগের জীবাণু পাওয়া যায়নি।

বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাবের এক নেতা জানান, অক্সিজেন দেওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছেন খালেদা জিয়া। তবে সে ক্ষেত্রে অক্সিজেনের মাত্রা কখনো ৯০ বা তার নিচে নেমে যায়। অক্সিজেন দিলে এর মাত্রা ৯৯ পর্যন্ত থাকে। দিনে তাকে দুই থেকে চার লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। কয়েক দিন যদি এটি অব্যাহত থাকে, সে ক্ষেত্রে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শ্বাসকষ্ট থাকবে না বলেই তারা আশা করছেন। এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বুধবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমাদের দেশনেত্রী খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। তার আশু রোগমুক্তির জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চান তিনি।

খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট, সিসিইউতে স্থানান্তর

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে।তাকে সোমবার বিকালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউতে) স্থানান্তর করা হয়েছে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডামকে সিসিইউতে নেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত খালেদা জিয়া এখন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার গুলশানের বাসা ‘ফিরোজা’র সব স্টাফ ইতোমধ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন।

গত ১১ এপ্রিল খালেদা জিয়ার করোনা শনাক্ত হয়। এরপর থেকে গুলশানের বাসা ‘ফিরোজায়’ তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এফএম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু হয়। ১৪ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর

দ্বিতীয়বারের মতো খালেদা জিয়ার করোনা টেস্ট হলেও ফলাফল পজিটিভ আসে। এরপর ২৭ এপ্রিল রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়।

রিজভীর করোনা নেগেটিভ, কেবিনে স্থানান্তর

রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।এর আগে রিজভী করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর ৫ বার টেস্ট করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ৬ষ্ঠ বার পরীক্ষার পর নেগেটিভ রেজাল্ট আসল।

শনিবার এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, রিজভীর শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে উন্নতি হওয়ায় ও করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে করোনা ইউনিটের অধীনে কেবিনে তার চিকিৎসা চলছে।

তিনি বলেন, রিজভীর অক্সিজেন স্যাচুরেশনের উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো তাকে নরমালি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে তার শারীরিক অবস্থা ভালো। তিনি স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছেন। নিজে নিজে হাঁটাচলা ও নড়াচড়া করতে পারছেন।

গত ১৬ মার্চ করোনা আক্রান্ত হন রুহুল কবির রিজভী। এরপরই ১৭ মার্চ তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গত ১ এপ্রিল হঠাৎ করেই রিজভীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এবং অক্সিজেন লেভেল কমে গেলে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

রুহুল কবির রিজভীর সুস্থতার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করেছেন তার ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার।

দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন খালেদা জিয়া

করোনায় আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা জানিয়েছেন।

রোববার গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মির্জা ফখরুল।

এ সময় তিনি বলেন, খালেদা জিয়া আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসী যেন তার জন্য ও তার মুক্তির জন্য দোয়া করেন। দেশবাসীকে আমরা আহ্বান করব, বিশেষ করে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ ও নেতাকর্মীদের কাছে আহ্বান থাকবে, দেশনেত্রীর রোগ মুক্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সুবিধামতো অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোয়া চাইবেন। আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা স্থানীয় মসজিদগুলোতে দোয়া চাইবেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্থিতিশীল রয়েছে। দেশনেত্রীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আমরা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, তিনি তার ব্যক্তিগত দেশ বরেণ্য চিকিৎসদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন, তিনি ভালো আছেন।

এর আগে সকালে খালেদা জিয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আইসিডিডিআরবির রিপোর্টে তার কোভিড পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় আলোচনা।

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করলেন ইমরান সরকার

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
রোববার আইসিডিডিআরবির রিপোর্টে তার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

খালেদা জিয়ার করোনা ধরা পড়ার খবর জানাজানি হলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সূত্রপাত হয়। অনেকে ৭৫ বছর বয়স্ক এই নেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তার চিকিৎসা কোথায় হবে সেটি নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন।

তবে অন্যান্য রাজনীতিকের মতো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করেছেন গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক ডা. ইমরান এইচ সরকার। রোববার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে থেকে একটি স্ট্যাটাস দেন ইমরান। খালেদা জিয়ার ছবি শেয়ার করে দেওয়া ওই স্ট্যাটাসে ইমরান সরকার লেখেন— ‘খবরে দেখলাম বেগম খালেদা জিয়া করোনা আক্রান্ত। আমাদের দেশে একটা নোংরা রাজনীতি আছে, ভিন্নমতের কেউ আক্রান্ত হলে এমনকি মৃত্যুবরণ করলেও অনেকে ট্রল করেন। এটি খুবই অসভ্য মানসিকতা। বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হোন— এটিই কাম্য।’

করোনার নমুনা নেওয়া হলো খালেদা জিয়ার

করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার করোনা পরীক্ষার নমুনা

নেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় তিনি এ নমুনা দেন।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের পরামর্শে করোনার নমুনা নেওয়া হয়। বিকাল ৩টার দিকে ল্যাবএইডের টেকনোলজিস্ট মো. সবুজ তার বাসায় প্রবেশ করেন। এর কিছুক্ষণ পর খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ডা. মামুনও বাসায় যান। এ সময় তার উপস্থিতিতে খালেদা জিয়ার করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সরকারের নির্বাহী আদেশে জামিনে রয়েছেন খালেদা জিয়া। যদিও তাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছেন বিএনপি নেতারা।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতির মামলায় তাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। দুই বছরের বেশি সময় কারাগারে থাকার পর গত বছর করোনা মহামারি বৃদ্ধি পাওয়ার পর পরিবারের আবেদনে তাকে ৬ মাসের জামিনে মুক্তি দেয় সরকার, যা তিন দফায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে শুধুমাত্র তার পরিবারের সদস্য ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ দেখা করতে পারেন না।

রিজভীর তৃতীয়বার পরীক্ষায়ও করোনা পজিটিভ, দোয়া প্রার্থনা

তৃতীয়বার নমুনা পরীক্ষায়ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। বিএনপির এই নেতা করোনা আক্রান্ত হয়ে ১৭ মার্চ থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে কোভিড ইউনিটে ১৩০৫ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তবে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও এখনো করোনা টেস্টের

রিপোর্ট পজিটিভ আসছে বলে জানান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

ডা. রফিকুল বলেন, রিজভীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও তিনবার করোনা টেস্ট করার পর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসছে। তার ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত। আজ (বুধবার) সকালে তার ডায়াবেটিস একেবারে কমে গিয়ে হাইপো হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরা ব্যবস্থা নেওয়ায় এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ডা. রফিক আরও বলেন, করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। এর আগে তার ফুসফুসের সিটিস্কেন করা হয়েছে, রিপোর্ট ভালো এসেছে। হার্টের রিপোর্টও ভালো। এছাড়া তিনি খাবারও খেতে পারছেন।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভোগার পর গত ১৬ মার্চ রিজভীর করোনা টেস্ট করলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

এদিকে রুহুল কবির রিজভীর আশু রোগমুক্তি কামনায় তার ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া চেয়েছেন।